বিশেষ দ্রষ্টব্য

স্মরণ শক্তি বাড়ানোর এক নাম্বার শর্ত হল শকল প্রকার ঐচ্ছিক গোনাহ বর্জন করা ও অনিচ্ছাকৃত গোনাহের জন্য ক্ষমা চাওয়া। এমনি ভাবে অনর্থক ও বেহুদা কাজ পরিহার করা। অন্যথায় জীবনভর আমল করলেও ফলাফল পাওয়া দূষকর। আল্লাহ্ তালা সকলকে তাওফিক দান করুণ। আমীন

এবং এই সমস্ত কথা আমি যেখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি উহার প্রতি লক্ষ্য করুন। আমি তো মাঝখানে কেবল পৌছানোর মাধ্যম মাত্র। এই পর্যন্ত পৌছার পর আল্লাহ পাকের জন্য মোটেও অসম্ভব নয় যে, তিনি কোন অন্তরে কুরআন পাক হেফয করার আগ্রহ পয়দা করিয়া দেন। সুতরাং যদি ছোট শিশুকে কুরআন হেফজ করাইতে চান তাহা হইলে তাহার শৈশবই ইহার জন্য সাহায্যকারী হইবে অন্য কোন আমলের প্রয়োজন নাই। আর যদি কেহ বড় হইয়া হেফজ করিতে চায় তবে তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো একটি পরীক্ষিত আমল লিখিয়া দিতেছি, যাহা তিরমিযী ও হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হযরত আলী (রাযিঃ) আসিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হউক, কুরআন পাক আমার সিনা হইতে বাহির হইয়া যায়, যাহা মুখস্থ করি তাহা ভুলিয়া যাই। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে এমন নিয়ম বাতাইয়া দিব যাদ্বারা তুমি নিজেও উপকৃত হইবে আর যাহাকে শিখাইবে সেও উপকৃত হইবে। আর যাহা কিছু তুমি শিখিবে তাহা ভুলিবে না। হযরত আলী (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যখন জুমআর রাত্র (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্র) আসিবে তখন সম্ভব হইলে রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে উঠিবে এবং ইহা খুবই উত্তম। এই সময় ফেরেশতারা নাযিল হয়। এই সময়ে দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়, এই সময়ের অপেক্ষায়ই হযরত ইয়াকুব (আঃ) আপন ছেলেদিগকে বলিয়াছিলেন, "অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আপন রবের নিকট এস্তেগফার করিব।" অর্থাৎ, জুমআর রাত্রে। যদি ঐ সময় জাগ্রত হওয়া সম্ভব না হয় তবে অর্ধ রাত্রে আর যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে শুরু রাত্রেই দাঁড়াইয়া চার রাকাত নফল নামায এই নিয়মে পড়িবে—

প্রথম রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করার পর সূরায়ে ইয়াসীন পড়িবে, দ্বিতীয় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে দুখান পড়িবে, তৃতীয় রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে আলিফ লাম মীম সেজদা পড়িবে এবং চতুর্থ রাকাতে সূরায়ে ফাতেহার পর সূরায়ে মুলক পড়িবে। 'আত্তাহিয়্যাত' শেষ করার পর (নামায শেষ করিয়া) আল্লাহ তায়ালার খুব প্রশংসা করিবে, তারপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে। সমস্ত নবীর প্রতি

দুরূদ পাঠ করিবে, সমস্ত মুমেনের জন্য এবং ঐ সমস্ত মুসলমান ভাইয়ের জন্য এস্তেগফার করিবে যাহারা পূর্বে মারা গিয়াছে। অতঃপর নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে—

ফায়দা ঃ দোয়া পরে আসিতেছে। দোয়ার শুরুতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা করার হুকুম করিয়াছেন। তাই বিভিন্ন রেওয়ায়াত হইতে শরহে হিসনে হাসীন ও মুনাজাতে মকবুল নামক কিতাবে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার হামদ ও ছানা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত দোয়া উল্লেখ করিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি। যাহারা নিজে নিজে পড়িতে পারে না তাহারা ইহা পড়িবে, আর যাহারা নিজে পড়িতে পারে তাহারা ইহাকে যথেষ্ট মনে না করিয়া হামদ ও সালাতকে উত্তমরূপে আরও অধিক পরিমাণে পড়িবে।

দোয়াটি এই—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَدَدَ
خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ
وَمِدَادَ كَلِمٰتِهٖ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِىْ
ثَنَاۤءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ
عَلٰى نَفْسِكَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ الْهَاشِمِيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ
اَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَعَلٰى
سَائِرِ الْاَنْبِيَاۤءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ
وَالْمَلٰۤئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ رَبَّنَا
اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ
سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ
فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ اَللّٰهُمَّ
اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِجَمِيْعِ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ

تمام تعریف جہانوں کے پروردگار کے
لئے ہے ایسی تعریف جو اس کی مخلوقات
کے اعداد کے برابر ہو، اس کی مرضی کے
موافق ہو، اس کے عرش کے وزن کے
برابر ہو، اس کے کلمات کی سیاہیوں
کے برابر ہو. اے اللہ میں تیری تعریف کا
احاطہ نہیں کرسکتا. تو ایسا ہی ہے جیساکہ
تو نے اپنی تعریف خود بیان کی. اے اللہ
ہمارے سردار نبیٔ اُمّی اور ہاشمی پر درود
سلام اور برکات نازل فرما اور تمام نبیوں
اور رسولوں اور ملائکہ مقربین پر بھی. اے
ہمارے رب ہماری اور ہم سے پہلے مسلمانوں
کی مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں مومنین
کی طرف سے کینہ پیدا نہ کر. اے ہمارے
رب تو مہربان اور رحیم ہے. اے الٰہ العالمین
میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین

وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ مُّجِيْبُ الدَّعْوَاتِ ط

اور مسلمانوں کی مغفرت فرما بیشک تو دُعاؤں کو سُننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য এমন প্রশংসা যাহা তাঁহার সৃষ্টি জগতের সমপরিমাণ হয়, তাঁহার সন্তুষ্টি অনুপাতে হয়, তাঁহার আরশের ওজন পরিমাণ হয় এবং তাঁহার কালিমাসমূহের কালি পরিমাণ হয়। হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারিব না। আপনি ঐরূপ—যেইরূপ আপনি নিজের প্রশংসা করিয়াছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সরদার উম্মী ও হাশেমী নবীর প্রতি দুরূদ সালাম ও বরকত নাযিল করুন। এমনিভাবে সমস্ত নবী রাসূল এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের প্রতি নাযিল করুন। হে আমাদের রব! আমাদিগকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী মুসলমানদিগকে মাফ করিয়া দিন এবং আমাদের অন্তরে মুমেনদের ব্যাপারে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিবেন না। হে আমাদের রব, আপনি মেহেরবান ও দয়ালু। হে সমগ্র জগতের মাবুদ! আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সমস্ত মুমেন মুসলমানকে মাফ করিয়া দিন নিশ্চয় আপনি দুয়া শ্রবণকারী ও কবুলকারী।

অতঃপর ঐ দোয়া পড়িবে যাহা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে শিখাইয়াছেন। উহা এই—

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ اَبَدًا مَّا اَبْقَيْتَنِيْ وَارْحَمْنِيْ اَنْ اَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْنِيْ وَارْزُقْنِيْ حُسْنَ النَّظَرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ الَّتِيْ لَا تُرَامُ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُلْزِمَ قَلْبِيْ حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَنِيْ وَارْزُقْنِيْ اَنْ اَقْرَاَهٗ عَلَى النَّحْوِ الَّذِيْ يُرْضِيْكَ عَنِّيْ اَللّٰهُمَّ بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَ

اے الٰہ العالمین مجھ پر رحم فرما کہ جب تک میں زندہ رہوں گناہوں سے بچتا رہوں اور مجھ پر رحم فرما کہ میں بیکار چیزوں میں کُلفت نہ اُٹھاؤں، اور اپنی مرضیات میں خوش نظری مرحمت فرما۔ اے اللہ زمین اور آسمان کے بے نمونہ پیدا کرنے والے اے عظمت اور بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزّت کے مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن ہے۔ اے اللہ اے رحمٰن میں تیری بزرگی اور تیری ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنی کلام پاک مجھے سکھادی اسی

الْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
وَالْعِزَّةِ الَّتِیْ لَاتُرَامُ اَسْئَلُكَ
يَا اَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ بِجَلَالِكَ وَ
نُوْرِ وَجْهِكَ اَنْ تُنَوِّرَ بِكِتَابِكَ
بَصَرِیْ وَاَنْ تُطْلِقَ بِهٖ لِسَانِیْ وَ
اَنْ تُفَرِّجَ بِهٖ عَنْ قَلْبِیْ وَ اَنْ
تَشْرَحَ بِهٖ صَدْرِیْ وَاَنْ تَغْسِلَ
بِهٖ بَدَنِیْ فَاِنَّهٗ لَايُعِيْنُنِیْ عَلَى
الْحَقِّ غَيْرُكَ وَ لَايُؤْتِيْهِ اِلَّا
اَنْتَ وَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ ط

طرح اس کی یاد بھی میرے دل سے چسپاں
کردے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس
کو اس طرح پڑھوں جس سے تو راضی ہو
جاوے۔ اے اللہ زمین اور آسمانوں کے
بے نمونہ پیدا کرنے والے، اے عظمت اور
بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے
مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن
اے اللہ اے رحمٰن میں تیری بزرگی اور تیری
ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگتا
ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور
سے منور کردے اور میری زبان کو اس پر
جاری کردے اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کردے اور میرے سینے
کو کھول دے اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے کہ حق
پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں اور تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں
کرسکتا، اور گناہوں سے بچنا یا عبادت پر قدرت نہیں ہوسکتی، مگر اللہ برتر و
بزرگی والے کی مدد سے۔

অর্থ ঃ হে সমগ্র জগতের মাবুদ! আপনি আমার প্রতি রহম করুন যেন যতদিন জীবিত থাকি আমি গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারি। আমার প্রতি আরও রহম করুন যেন আমি অনর্থক বিষয়ে কষ্ট না করি। আর আপনার সন্তুষ্টিজনক বিষয়ে সুদৃষ্টি নসীব করুন। হে আল্লাহ! নমুনাবিহীন আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা! মহত্ব ও মহিমার অধিকারী, এমন ইজ্জত বা প্রতাপের অধিকারী যাহা হাসিল করার ইচ্ছা করাও অসম্ভব হে আল্লাহ! হে রাহমান! আপনার মহত্বের এবং আপনার সত্তার নূরের ওসীলায় আপনার কাছে দরখাস্ত করিতেছি যে, যেভাবে আপনি আপনার কালামে পাক আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন সেইভাবে উহার স্মরণও আমার অন্তরে গাঁথিয়া দিন। আর আপনি আমাকে উহা এমনিভাবে পড়ার তৌফিক দান করুন যেমনিভাবে পড়িলে আপনি খুশী হইবেন। হে আল্লাহ! নমুনাবিহীন আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা! মহত্ব ও মহিমার

মালিক, এমন ইজ্জত বা প্রতাপের মালিক যাহা হাসিল করার ইচ্ছা করাও অসম্ভব। হে আল্লাহ! হে রাহমান! আপনার মহত্বের এবং আপনার সত্তার নূরের ওসীলায় আপনার নিকট চাহিতেছি যে, আপন কিতাবের নূরের দ্বারা আমার দৃষ্টিকে আলোকিত করিয়া দিন আর আমার যবানকে উহার উপর চলমান করিয়া দিন এবং উহার বরকতে আমার অন্তরের সঙ্কীর্ণতাকে দূর করিয়া দিন এবং আমার বক্ষকে খুলিয়া দিন, আমার শরীর হইতে গোনাহের ময়লা ধৌত করিয়া দিন। হক বিষয়ে আপনি ব্যতীত আর কেহই সাহায্যকারী নাই, আর আপনি ছাড়া আমার এই আশা অন্য কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে না। মহান আল্লাহর মদদ ও সাহায্য ব্যতীত গোনাহ হইতে বাঁচার এবং এবাদত করার শক্তি লাভ হইতে পারে না।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আলী! তুমি তিন জুমআ অথবা পাঁচ জুমআ অথবা সাত জুমআ পর্যন্ত এই আমল করিবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তোমার দোয়া কবুল হইবে। ঐ সত্তার কসম যিনি আমাকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন কোন মুমেনের দোয়াই বৃথা যাইবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, পাঁচ জুমআ বা সাত জুমআ অতিবাহিত হওয়ার পরই হযরত আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইতিপূর্বে আমি প্রায় চার আয়াত করিয়া পড়িতাম তাহাও মুখস্থ থাকিত না। এখন আমি প্রায় চল্লিশ আয়াত করিয়া পড়ি আর তাহা এমনভাবে মুখস্থ হইয়া যায় যেন কুরআন শরীফ আমার সম্মুখে খুলিয়া রাখা হইয়াছে। পূর্বে আমি হাদীস শুনিতাম, আবার যখন উহা পুনরায় বলিতাম ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু এখন বহু হাদীস শোনার পরও যখন অন্যের কাছে বর্ণনা করি তখন একটি অক্ষরও ছুটে না।

আল্লাহ তায়ালা আপন নবীর রহমতের ওসীলায় আমাকেও কুরআন হাদীস মুখস্থ করার তৌফিক দান করুন, আপনাদিগকেও দান করুন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ

وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উপসংহার

উপরে যে চল্লিশ হাদীস লেখা হইয়াছে উহা একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে সংক্ষেপ করা সম্ভব হয় নাই। যেহেতু

এই যমানায় লোকের হিম্মত কমিয়া গিয়াছে, দ্বীনের জন্য সামান্য একটু কষ্ট সহ্য করাও কঠিন মনে হয় তাই এখানে অন্য একটি চল্লিশ হাদীস বর্ণনা করিতেছি যাহা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে একই স্থানে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু ইহার বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে দ্বীনী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এমনভাবে সমন্বিত হইয়াছে যাহার নজীর পাওয়া মুশকিল। কানযুল উম্মালে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণের এক জামাতের সহিত এই হাদীসকে সম্পর্কযুক্ত করা হইয়াছে। এমনিভাবে মাওলানা কুতুবুদ্দীন মুহাজিরে মক্কীও ইহাকে উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বীনের সহিত যাহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহারা যদি হাদীসগুলি মুখস্থ করিয়া নেন তাহা হইলে কতই না উত্তম হইবে। যেন কড়ির বিনিময়ে মুক্তা পাওয়ার মত। উক্ত হাদীস এই—

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا
الَّتِيْ قَالَ مَنْ حَفِظَهَا مِنْ اُمَّتِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَمَا هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكُتُبِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ
خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا
رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ بِوُضُوْءٍ سَابِغٍ كَامِلٍ لِوَقْتِهَا وَتُؤْتِيَ الزَّكٰوةَ
وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ وَتُصَلِّيَ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً
فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ وَالْوِتْرَ لَا تَتْرُكُهٗ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ وَّلَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا
وَلَا تَعُقَّ وَالِدَيْكَ وَلَا تَاْكُلْ مَالَ الْيَتِيْمِ ظُلْمًا وَّلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ وَلَا تَزْنِ
وَلَا تَحْلِفْ بِاللّٰهِ كَاذِبًا وَّلَا تَشْهَدْ شَهَادَةَ زُوْرٍ وَّلَا تَعْمَلْ بِالْهَوٰى وَلَا تَغْتَبْ
اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَقْذِفِ الْمُحْصَنَةَ وَلَا تَغُلَّ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ وَلَا تَلْعَبْ
وَلَا تَلْهُ مَعَ اللَّاهِيْنَ وَلَا تَقُلْ لِلْقَصِيْرِ يَا قَصِيْرُ تُرِيْدُ بِذٰلِكَ عَيْبَهٗ وَلَا تَسْخَرْ
بِاَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَلَا تَمْشِ بِالنَّمِيْمَةِ بَيْنَ الْاَخَوَيْنِ وَاشْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى
نِعْمَتِهٖ وَاصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْمُصِيْبَةِ وَلَا تَاْمَنْ مِنْ عِقَابِ اللّٰهِ وَلَا تَقْطَعْ اَقْرِبَائَكَ
وَصِلْهُمْ وَلَا تَلْعَنْ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ وَاَكْثِرْ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ وَ
التَّهْلِيْلِ وَلَا تَدَعْ حُضُوْرَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَاعْلَمْ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَلَا تَدَعْ قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَلٰى كُلِّ

قال - (رواه الحافظ ابو القاسم بن عبد الرحمن بن محمد بن اسحاق بن مندة والحافظ ابو الحسن علی بن ابی القاسم بن بابویه الرازی فی الاربعین و ابن عساکر و الرافعی عن سلمان)

অর্থ ঃ হযরত সালমান ফারসী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ চল্লিশ হাদীস যাহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি উহা মুখস্থ করিবে সে জান্নাতে যাইবে উহা কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

১. ঈমান আনিবে আল্লাহর প্রতি অর্থাৎ তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি।

২. আখেরাতের দিনের প্রতি,

৩. ফেরেশতাগণের অস্তিত্বের প্রতি,

৪. কিতাবসমূহের প্রতি,

৫. সমস্ত নবীগণের প্রতি,

৬. মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি,

৭. তাকদীরের প্রতি অর্থাৎ ভালমন্দ সব কিছু আল্লাহর পক্ষ হইতে হয়,

৮. আর এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সত্য রাসূল।

৯. প্রত্যেক নামাযের সময় পূর্ণ ওযু করিয়া নামায কায়েম করিবে। (পূর্ণ অযু হইল, যাহার মধ্যে আদব ও মুস্তাহাব বিষয়সমূহের প্রতি খেয়াল রাখা হয়। আর প্রত্যেক নামাযের সময় দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য নূতন ওযূ করিবে যদিও পূর্ব হইতে ওযূ থাকে। কেননা ইহা মুস্তাহাব। আর 'নামায কায়েম করা' দ্বারা উহার সমস্ত সুন্নত এবং মুস্তাহাবের এহতেমাম করা উদ্দেশ্য। যেমন অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, জামাতে কাতারসমূহ সোজা করা, কাতার বাঁকা না হওয়া ও মধ্যখানে খালি না থাকা ইহাও নামায কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত।

১০. যাকাত আদায় করিবে।

১১. রমযানের রোযা রাখিবে।

১২. মাল থাকিলে হজ্জ করিবে অর্থাৎ যাতায়াত খরচ বহন করার সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করিবে। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালই না যাওয়ার

কারণ হইয়া থাকে তাই মালের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। নতুবা উদ্দেশ্য হইল হজ্জের শর্তসমূহ যদি পাওয়া যায় তবে হজ্জ করিবে।

১৩. দৈনিক বার রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা আদায় করিবে। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা অন্য হাদীসে এইরূপ আসিয়াছে—ফজরের ফরযের আগে দুই রাকাত, যোহরের ফরযের আগে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের ফরযের পরে দুই রাকাত এবং এশার ফরযের পরে দুই রাকাত।

১৪. বিতরের নামায কোন রাত্রেই তরক করিবে না। (যেহেতু এই নামাযের গুরুত্ব সুন্নতে মুয়াক্কাদার চাইতেও বেশী তাই এত তাকিদের সহিত বলিয়াছেন।)

১৫. আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না।

১৬. পিতামাতার অবাধ্যতা করিবে না।

১৭. জুলুম করিয়া ইয়াতিমের মাল খাইবে না। (অর্থাৎ, যদি কোন কারণে এতীমের মাল খাওয়া জায়েয হয় যেমন কোন কোন অবস্থাতে হইয়া থাকে তবে কোন দোষ নাই।)

১৮. শরাব পান করিবে না।

১৯. যিনা করিবে না।

২০. মিথ্যা কসম খাইবে না।

২১. মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

২২. নফসের খাহেশ অনুযায়ী চলিবে না।

২৩. মুসলমান ভাইয়ের গীবত করিবে না।

২৪. সচ্চরিত্রা মহিলাকে অপবাদ দিবে না। (এমনিভাবে সচ্চরিত্র পুরুষকেও না।)

২৫. মুসলমান ভাইয়ের সহিত বিদ্বেষ রাখিবে না।

২৬. খেলাধুলায় লিপ্ত হইবে না।

২৭. রং-তামাশায় অংশগ্রহণ করিবে না।

২৮. কোন খাটো লোককে দোষ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে খাটো বলিবে না। (অর্থাৎ যদি কোন নিন্দাসূচক শব্দ এইরূপ প্রচলিত হইয়া থাকে যে, উহা বলার দ্বারা দোষ বুঝায় না এবং দোষের নিয়তে বলাও হয় না, যেমন কাহারো নাম বুদ্ধু বলিয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে এমতাবস্থায় কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু দোষ প্রকাশের উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা জায়েয নাই।)

২৯. কাহাকেও উপহাস করিবে না।

৩০. মুসলমানদের মধ্যে চোগলখোরী করিবে না।

৩১. সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় করিবে।

৩২. বালা-মুসীবতে সবর করিবে।

৩৩. আল্লাহর আজাব হইতে নির্ভয় হইবে না।

৩৪. আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে না।

৩৫. বরং তাহাদের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবে।

৩৬. আল্লাহর কোন মখলুককে লা'নত করিবে না।

৩৭. সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এর ওযীফা বেশী বেশী পড়িবে।

৩৮. জুমআ এবং দুই ঈদে উপস্থিত হওয়া ছাড়িবে না।

৩৯. এই একীন ও বিশ্বাস রাখিবে যে, শান্তি বা কষ্ট যাহা তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে উহা তকদীরে ছিল যাহা হটিবার ছিল না, আর যাহা পৌঁছে নাই উহা কখনও পৌঁছার ছিল না।

৪০. কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত কখনও ছাড়িবে না।

সালমান ফারসী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ যদি এই হাদীস মুখস্থ করে তবে তাহার কি সওয়াব লাভ হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়া (আঃ) এবং ওলামায়ে কেরামের সহিত তাহার হাশর করিবেন।

আল্লাহ তায়ালা যদি আমাদের গোনাহ মাফ করিয়া আমাদিগকে আপন দয়া ও অনুগ্রহে তাঁহার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন তবে ইহা তাঁহার দয়ার কাছে অসম্ভব কিছু নহে।

পাঠক ভাইদের কাছে আমার সবিনয় আরজ যে, তাহারা এই অধমকেও নেক দোয়ার দ্বারা সাহায্য করিবেন।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ ـ

মুহাম্মদ যাকারিয়্যা কান্ধলবী উফিয়া আনহু
মুকীম ঃ মাজাহিরুল উলূম, সাহারানপুর
২৯শে যিলহজ্জ, ১৩৪৮ হিজরী
বৃহস্পতিবার।